মূল শব্দ

উপকার করা

মানুষের সাথে বাস করে

কল্যাণ করা

Islamic Religious Council of Singapore

Friday Sermon

3 May 2024 / 24 Syawal 1445H

অন্যকে দান করার জন্য নিজ সম্পদ ব্যবস্থাপনার যথাযথ পরিকল্পনা প্রণয়ন

الحَمدُ لِلَّهِ الَّذِي أَنزَلَ عَلَى عَبدِهِ الكِتَاب، تَبصِرَةً لِأُولِي الأَلبَابِ، وَأَشهَدُ أَن لَا إِلَهَ إِلاَّ اللهُ وَحدَهُ لاَ شَرِيكَ لَهُ رَبُّ الأَربَاب، وَأَشهَدُ أَنَّ سَيِّدَنَا مُحَمَّدًا عَبدُهُ وَرَسُولُهُ المَبعُوثُ إِلَى خَيرِ أُمَّةٍ بِأَشرَفِ كِتَابٍ، اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحبِهِ الأَنجَابِ، صَلاَةً وَسَلاَمًا دَائِمَينِ إِلَى يَومِ المَآبِ. أَمَّا بَعْدُ، فَيَا عَبَادَ اللهِ، اِتَّقُوا اللهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ

শুক্রবারের জুম্মায় আগত উপস্থিত সুধী,

আসুন, আমরা মহান আল্লাহ সুবহানাহুতা'আলার সকল আদেশ মেনে চলে এবং সকল নিষেধগুলি থেকে নিজেদেরকে দূরে রেখে মহান আল্লাহ সুবহানাহু তা'আলার প্রতি আমাদের তাকওয়া বৃদ্ধির প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখি।

মহান আল্লাহ সুবহানাহু তা'আলা যেন আমাদেরকে আরো বেশী অন্য মানুষের সাহায্যে এবং উপকারে কাজ করার সুযোগ দান করেন। আমীন। ইয়া রাব্বাল আলামীন।

সম্মানিত সুধী,

ইসলাম আমাদেরকে নিজের ভাগ্য মহান আল্লাহ সুবহানাহু তা'আলার হাতে ছেড়ে দেয়ার আগে নিজের জীবনে সব কাজের জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করার শিক্ষা দেয়। আর যে কোন কাজে মহান আল্লাহ সুবহানাহু

তা’আলা যে প্রতিফলই দিক না কেন, সে কাজে চেষ্টা করার অর্থ হলো সেই কাজ নিয়ে উত্তম পরিকল্পনা করা। নিজের সম্পদ ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রেও একই নীতি প্রযোজ্য। সম্পদের মালিকের মৃত্যুর পর তার সম্পদ ব্যবস্থাপনা যাঁদের ওপর ন্যস্ত তাঁরা কাজটি ভাল করে করতে পারেন যদি প্রথমেই কাজটির পরিকল্পনা ভাল মত করা থাকে। মহান আল্লাহ সুবহানাহু তা’আলার ওপর অপার বিশ্বাস রাখলে তাঁর করুণায় কাজগুলি সহজে সম্পন্ন হবে বলে আশা করা যায়।

নিজের সম্পদ ভাল কাজে ব্যবহারের গুরুত্ব সম্পর্কে সুরা আল বাক্বারার ২৬১ নম্বর আয়াতে বলা আছে,

مَّثَلُ ٱلَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمۡوَٰلَهُمۡ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنۢبَتَتۡ سَبۡعَ سَنَابِلَ
فِي كُلِّ سُنۢبُلَةٖ مِّاْئَةُ حَبَّةٖۗ وَٱللَّهُ يُضَٰعِفُ لِمَن يَشَآءُۚ وَٱللَّهُ وَٰسِعٌ عَلِيمٌ ٢٦١

অর্থঃ ***যারা আল্লাহর রাস্তায় স্বীয় ধন সম্পদ ব্যয় করে, তাদের উদাহরণ একটি বীজের মত, যা থেকে সাতটি শীষ জন্মায়। প্রত্যেকটি শীষে একশ করে দানা থাকে। আল্লাহ অতি দানশীল, সর্বজ্ঞ।***

সুবহানাল্লাহ! মানুষের জন্য প্রতিটি ভাল কাজের, তা হত ছোটই হোক না কেন, তার প্রতিদান মহান আল্লাহ সুবহানাহু তা’আলা ৭০০গুণ পর্যন্ত বাড়িয়ে দেন।

আল আমাশের গল্পে বর্ণিত আছে, একদিন এক লোক মহানবী (সঃ) এর সংগে দেখা করতে এসেছিলেন। তিনি তাঁর উটের লাগামটি লাগিয়ে মহানবী (সঃ)কে জিগ্যেস করলেন, হে আল্লাহ সুবহানাহু তা’আলা প্রেরিত নবী, এই উটটিকেই আমি মহান আল্লাহ সুবহানাহু তা’আলার জন্য নিবেদন করলাম।“ জবাবে রাসুলুল্লাহ (সঃ) জানালেন, “শেষ বিচারের দিনে মহান আল্লাহ সুবহানাহু তা’আলা তোমাকে ৭০০টি উট প্রদান করে এর প্রতিদান দেবেন। “।

সম্মানিত ভাইয়েরা,

মহান আল্লাহ সুবহানাহু তা'আলার নিমিত্তে ভাল কাজ করার বিবিধ পথ আছে, যেমন অন্যের সাহায্যে এগিয়ে যাওয়া, যাকাত এবং ওয়াকফ প্রদান করা। আপনাদের অনুমতিসহ আমি আজকের খুতবায় ওয়াকফ প্রদানের নিয়ম-কানুনগুলির ওপর আলোকপাত করব।

ওয়াকফ প্রদান এমন একটি ইবাদত যার মাধ্যমে আমরা মহান আল্লাহ সুবহানাহু তা'আলার নিকটস্থ হতে পারি। ওয়াকফ নামে প্রদেয় অর্থ আমাদের সম্প্রদায়ের মানুষের বর্তমানে এবং ভবিষ্যতের জনকল্যাণে খরচ করা হয়। হিজরা দ্বিতীয় সালে এই ওয়াকফ প্রাদান প্রথা শুরু হয়। মহানবী (সঃ) এর অনেক সম্পদশালী সাহাবীগণ তাঁদের ভূমি দান করায় আগ্রহী ছিলেন।

এঁদের অন্যতম হলেন ওমর ইবনে আল খাত্তাব যিনি তাঁর খাইবার প্রদেশের এক খন্ড ভূমি দান করেছিলেন। তিনি নবীজী (সঃ)ের নিকট উপস্থিত হয়ে জিগ্যেস করলেন, " খাইবারে আমার একখণ্ড জমি আছে যা শ্রেষ্ঠ মানের একটি জমি। এই জমি দিয়ে কি করলে ভাল হবে এ ব্যাপারে আমাকে অনুগ্রহ করে পরামর্শ দিন।" নবীজী জানালেন, " যদি আপনি চান তবে এগুলোর রক্ষণাবেক্ষণ করুন এবং এ থেকে প্রাপ্ত অর্থ অন্যের সাহায্যে দান করুন। এগুলো বিক্রী, বা কাউকে উপহার হিসেবে দেয়া বা উত্তরাধিকার হিসাবে প্রাপক কাউকে দিয়ে দেয়ার কোন প্রয়োজন নাই।" (ইমাম বুখারী কর্তৃক বর্ণিত)

ওয়াকফ প্রদানের সবচেয়ে বড় সৌন্দর্য হলো, তা ওয়াকফ দাতার জীবনকালে যেমন তাঁকে প্রতিদান দিয়ে থাকে, তাঁর মৃত্যুর পরেও এই প্রতিদান পাওয়া অব্যাহত থাকে। একে বলে আমলে জারিয়াহ, যার অর্থ হলো মহান আল্লাহ সুবহানাহু তা'আলার নিকট থেকে নিরন্তর প্রতিদান পাওয়া যতদিন পর্যন্ত এই ওয়াকফ সম্পত্তি বহাল থাকে এবং এ থেকে শেষ পর্যন্ত অন্যের সুবিধা পাওয়া ব্যাহত থাকে। এটা পরকালের জন্য আমাদের একটি অন্যতম বিনিয়োগ।

উপস্থিত ভাইয়েরা আমার,

সিঙ্গাপুরে এই ওয়াকফ প্রদান প্রথা প্রথম শুরু হয়েছে ১৮০০ সালে। মুসলমান সমাজসেবক ও ব্যবসায়ীগণ যখন এই অঞ্চলে ভ্রমণে আসতেন, তখন তাঁদের সম্পদ ওয়াকফ করে যেতেন এখানে। যেমন, সিঙ্গাপুরের বেনকুলিন মসজিদ ও আল হুদা মসজিদ দু'টি নির্মিত হয়েছে ওয়াকফ অর্থ থেকে । স্থানীয় জনগণের কল্যাণে এবং উপকারার্থে এই সম্পত্তিগুলি প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল।

প্রিয় ভাইয়েরা আমার, এগুলি একশত বৎসর পূর্বের গল্প। আজকের দিনে আমাদের পক্ষে এওরকম কিছু করার কোন সুযোগ আছে কি? যদি ঠেকে থাকে তবে আজকের মুসলমানগণ কিভাবে তাঁদের সম্পত্তি ওয়াকফ করে যেতে পারেন? ওয়াকফ করার জন্য কি তাঁদের খাসজমি বা ভূসম্পত্তি থাকা দরকার?

জুমরাতাল মুকমানিন রাহিমাকুমুল্লাহ,

আজকের সিঙ্গাপুরে মুসলমান সম্প্রদায়ের দীর্ঘমেয়াদী সামাজিক-ধর্মীয় প্রয়োজন মেটানোর জন্য ওয়াকফ প্রদান প্রথা পুনরায় ফিরিয়ে আনার সুযোগ আছে। আর আমাদের যদি দান করার মত কোন সম্পত্তি না থাকে তবে আমরা মসজিদ এবং মাদ্রাসাগুলি কর্তৃক পরিচালিত তহবিলগুলিতে ওয়াকফ অর্থ দান করতে পারি।

আমাদের অনেকেই হয়তোবা ওয়াকাফ মাসসারাকাত সিঙ্গাপুর বা সিঙ্গাপুর কমিউনিটি ওয়াকাফ নামটির সাথে পরিচিত আছি। মুসলমান কমিউনিটি এবং এর নানান প্রতিষ্ঠানের ভবিষ্যতের প্রয়োজনসমূহ মেটাবার জন্য এই প্রতিষ্ঠানটির জন্ম হয় ২০২০ সালের জুন মাসে। এর মাধ্যমে আমরা ওয়াকফ ফাণ্ডকে আরো সুদৃঢ় আকারে তৈরী করতে পারি এবং ভবিষ্যত প্রজন্মের জন্য অর্থপূর্ণ একটি সম্পত্তি রেখে যেতে পারি।

মহান আল্লাহ সুবহানাহু তা'আলা আমাদের সকল ভাল কাজ গ্রহণ করুণ এবং এর নিরন্তর প্রতিদান প্রদান নিশ্চিত করুন।

আমীন! ইয়া রাব্বাল আলামীন।

أَقُوْلُ قَوْلِي هَذَا وَأَسْتَغْفِرُ اللهَ العَظِيْمَ لِي وَلَكُمْ، فَاسْتَغْفِرُوهُ إِنَّهُ هُوَ الغَفُوْرُ الرَّحِيْم

SECOND SERMON

الحَمْدُ للهِ حَمْدًا كَثِيرًا كَمَا أَمَرَ، وَأَشْهَدُ أَن لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ سَيِّدَنَا مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ. اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ أَجْمَعِينَ. أَمَّا بَعْدُ، فَيَا عِبَادَ الله، اِتَّقُوا اللهَ تَعَالَى فِيمَا أَمَرَ، وَانتَهُوا عَمَّا نَهَاكُم عَنْهُ وَزَجَرَ.

أَلَا صَلُّوا وَسَلِّمُوا عَلَى النَّبِيِّ الْمُصْطَفَى، فَقَدْ أَمَرَنَا اللهُ بِذَلِكَ حَيْثُ قَال فِي كِتَابِهِ العَزِيزِ: إِنَّ اللهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا صَلُّوا عَلَيهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا. اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ.

وَارْضَ اللَّهُمَّ عَنِ الخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ المَهْدِيِّينَ سَادَاتِنَا أَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ وَعُثْمَانَ وَعَلِيٍّ، وَعَن بَقِيَّةِ الصَّحَابَةِ وَالقَرَابَةِ وَالتَّابِعِينَ، وَتَابِعِي التَّابِعِينَ، وَعَنَّا مَعَهُم وَفِيهِم بِرَحْمَتِكَ يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ.

اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِلمُؤْمِنِينَ وَالمُؤْمِنَاتِ، وَالمُسْلِمِينَ وَالمُسْلِمَاتِ، الأَحْيَاءِ مِنهُم وَالأَمْوَاتِ. اللَّهُمَّ ادْفَعْ عَنَّا البَلَاءَ وَالوَبَاءَ وَالزَّلَازِلَ وَالمِحَنَ، مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ، عَن بَلَدِنَا خَاصَّةً، وَسَائِرِ البُلْدَانِ عَامَّةً، يَا رَبَّ العَالَمِينَ. اَللَّهُمَّ انْصُرْ إِخْوَانَنَا الْمُسْتَضْعَفِيْنَ فِي غَزَّة وَفِي فِلِسْطِينَ وَفِيْ كُلِّ مَكَانٍ عَامَّةً، يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ. اَللَّهُمَّ بَدِّلْ خَوْفَهُمْ أَمْنًا، وَحُزْنَهُمْ فَرَحًا، وَهَمَّهُمْ

فَرَجًا، يَا رَبَّ العَالَمِينَ. اَللَّهُمَّ اكْتُبِ السِّلْمَ وَالسَّلاَم وَالْأَمْنَ وَالْأَمَانَ لِلْعَالَمِ أَجْمَع يَا لَطِيْف. رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنيَا حَسَنَةً، وَفِي الآخِرَةِ حَسَنَةً، وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ.

عِبَادَ اللهِ، إِنَّ اللهَ يَأْمُرُ بِالعَدْلِ وَالإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي القُرْبَى، وَيَنْهَى عَنِ الفَحْشَاءِ وَالمُنكَرِ وَالبَغْيِ، يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ، فَاذكُرُوا اللهَ العَظِيمَ يَذْكُرْكُمْ، وَاشْكُرُوهُ عَلَى نِعَمِهِ يَزِدْكُمْ، وَاسْأَلُوهُ مِن فَضْلِهِ يُعْطِكُم، وَلَذِكْرُ اللهِ أَكْبَرُ، وَاللهُ يَعْلَمُ مَا تَصْنَعُونَ.